ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ঐশ্বরিয়ার ওজন নিয়ে কটাক্ষ; কী বললেন অভিনেত্রী?
পৃঃ ৫

ছিটকে গেলেন এমবাপে
পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৬৮ ● কলকাতা ● ১৪ আশ্বিন, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ০১ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বিজেপি বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে, ইন্ডিয়া আরও শক্তিশালী হবে: শত্রুঘ্ন সিনহা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আসন্ন জম্মু-কাশ্মীর, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হবে ইন্ডিয়া ব্লক। ইন্ডিয়া ব্লকের একটি অংশ তার দলও। হ্যাঁ, সোমবার এমনটাই আশা প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের তারকা এমপি শত্রুঘ্ন সিনহা। এমনকী তিনি বিশ্বাস করেন প্রতিটি রাজ্যে জয়ী হবে ইন্ডিয়া ব্লকেএর অংশ।

তবে তৃণমূল যোগ দেয়ার আগে বিজেপির নেতা ছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা। কয়েক বছর আগে বিজেপির সঙ্গে ৩ দশকের সম্পর্ক ছিন্ন করেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন অভিনেতা এমপি। তবে আজকে বিজেপিকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন শত্রুঘ্ন। তার দাবি,বিজেপি সবদিক থেকেই তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। অনেকের কাছে এটি বিতর্কিত হতে পারে। তারা জনসাধারণের মনোযোগ সরানোর জন্যে চূড়ান্ত পর্যায়েও যেতে পারে। এমন বিতর্কের সৃষ্টি করে দেয়, যাতে জনগণের মন ঘুরে যায়।

চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন শত্রুঘ্ন সিনহা। যদিও এ অঞ্চলে ৩ বছর ধরে তিনি রাজত্ব করছেন। তার মতে, 'আমি মনে করি, ভারত ব্লক, ইতিমধ্যেই একটি চিহ্ন তৈরি করেছে এবং ভারত ব্লকের অংশগুলি আগামী দিনগুলিতে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমার মিত্ররা ভাল ফলাফল করতে প্রস্তুত। তাই জম্মু-কাশ্মীর, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনে বেশিরভাগ ভোট থাকবে

এরপর ৩ পাতায়

জুনিয়র ডাক্তারদের কাজ বন্ধ না হয় বুঝলাম, কমিশন বন্ধ হবে কবে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এই প্রতিবেদন সব ডাক্তারদের জন্য নয়, একাংশের জন্য। যাঁরা এখনও চিকিৎসার মূল নীতিতে অনড় থেকে পেশা পালন করেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট। বেসরকারি ক্ষেত্রের যাঁরা প্রকৃত দায়িত্ব স্বচ্ছভাবে পালন করেন, তাঁদের জন্যও এই প্রতিবেদন নয়। লিখছেন অপরাজিতা সেন।(সাত) কোনও রোগী ভর্তি হলেই কেন প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয় বিমা আছে কি না, এতে কী কী তফাৎ হয়? এধরনের আরও বেশ কিছু অপ্রিয় প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মধ্যে খোলামেলাভাবে আলোচিত হয়। কারণ মেডিক্যাল বিষয়টা সকলের ক্ষেত্রেই জরুরি এবং এর খরচ বেড়ে গেলে সমস্যা হয়। অথচ এই অতিরিক্ত খরচের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একাংশের ডাক্তার দায়ী, যাঁরা পরোক্ষভাবে ওই বর্ধিত অর্থের সুবিধাভোগী। দিনের পর দিন এই চক্র কাজ করে চলেছে। আজ কিছু জুনিয়র ডাক্তার কথায় কথায় কাজ বন্ধের হুমকি দিচ্ছেন, কিন্তু কমিশন বন্ধ করে আমজনতার চাপ কমানোর কথা তাঁদের মুখে নেই কেন? আজ আর জি করে জঘন্যতম নারকীয় ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার প্রতিবাদে নাগরিক আবেগকে ব্যবহার করে এই ডাক্তারদের একাংশ নিজেদের স্বার্থে বিপ্লবী সাজছে। কিন্তু আজ না হলে কাল,

এরপর ৩ পাতায়

যদি ১০ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নামে...,'

হাইকোর্টে বিরাট জয় ডাক্তারদের, ভর্ৎসিত রাজ্য সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মিলল অনুমতি। আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে ১ অক্টোবর বিকেলে কলেজ স্কোয়ার থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত মিছিলের ডাক দিয়েছে চিকিৎসকদের সংগঠন। পুলিশি অনুমতি না মিললে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চিকিৎসকেরা।যদিও পাল্টা রাজ্য বলে, তাদের হাতে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে। বিচারপতি বলেন, দুর্গাপূজার লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় যেভাবে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করে, প্রতিবাদের মিছিলও যাতে সেভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রাজ্যের এজির উদ্দেশে জাস্টিস বলেন, "আমি এবং আপনি দুজনেই ছোটবেলা থেকে এখানে আছি। পুজোর কয়েকটা দিন লক্ষ লক্ষ মানুষ বাইরে বেরোন। ৪৫-৫০ বছর ধরে পুলিশ দক্ষতার সঙ্গে সবটা নিয়ন্ত্রণ করছে।"

বিচারপতির মন্তব্য, "মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করছে করুক, পুলিশও তা নিয়ন্ত্রণ করুক।" নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে বিচারপতি বলেন, 'যারা পুজো করেন ঠিক কত মানুষ আসবেন তারা কি জানেন? গত বছর আমি সুরুচি সঙ্ঘতে গিয়েছিলাম। হাজার হাজার দর্শক যান। পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবক পর্যাপ্ত থাকেন। সবকিছু ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন তারা। বিচারপতি আরও বলেন, "আপনারা গোটা কলকাতাতেই ১৪৪ ধারা জারি করে দিন, তাহলে আর কোথাও কোনো মিটিং মিছিল হবে না।"আগামীকাল ১ অক্টোবর, চিকিৎসকদের মিছিলে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার কলেজ স্কোয়ার থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত বিকেল ৫ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত মিছিলে অনুমতি দেওয়া হয়েছে উচ্চ আদালতের তরফে। এদিন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের এজলাসে মামলা উঠলে এই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি আদালতের নির্দেশ, মিছিলে পর্যাপ্ত সংখক স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে।

এদিন শুনানি চলাকালীন রাজ্যের আইনজীবী বলেন, ওই মিছিলে কতজন অংশ নিচ্ছেন, সেই সংখ্যা রাজ্যের কাছে স্পষ্ট করে জানাতে হবে। পাল্টা চিকিৎসকদের পক্ষের আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলে বলেন, "আমরা আমাদের সদস্যদের সংখ্যা জানাতে অবশ্যই পারি। তবে সাধারণ মানুষ যদি নিজে থেকে এই মিছিলে যোগদান করেন, তার সংখ্যা আমরা কীভাবে বলব? 'রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতির প্রশ্ন, 'মনে করুন এই মিছিলে যদি ১০ লক্ষ সাধারণ নাগরিক শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেন, তাহলে কি তাদের প্রতিবাদ জানানোর অধিকার নেই? এটা তো তাদের সাংবিধানিক অধিকার।' বিচারপতি আরও বলেন, 'যে এলাকায় ১৪৪ ধারা নেই, সেখানে যদি সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন, তাহলে রাজ্য কি ট্রাফিকের কারণ দেখিয়ে প্রতিবাদে বাধা দিতে পারে?' রাজ্যকে প্রশ্ন বিচারপতির।

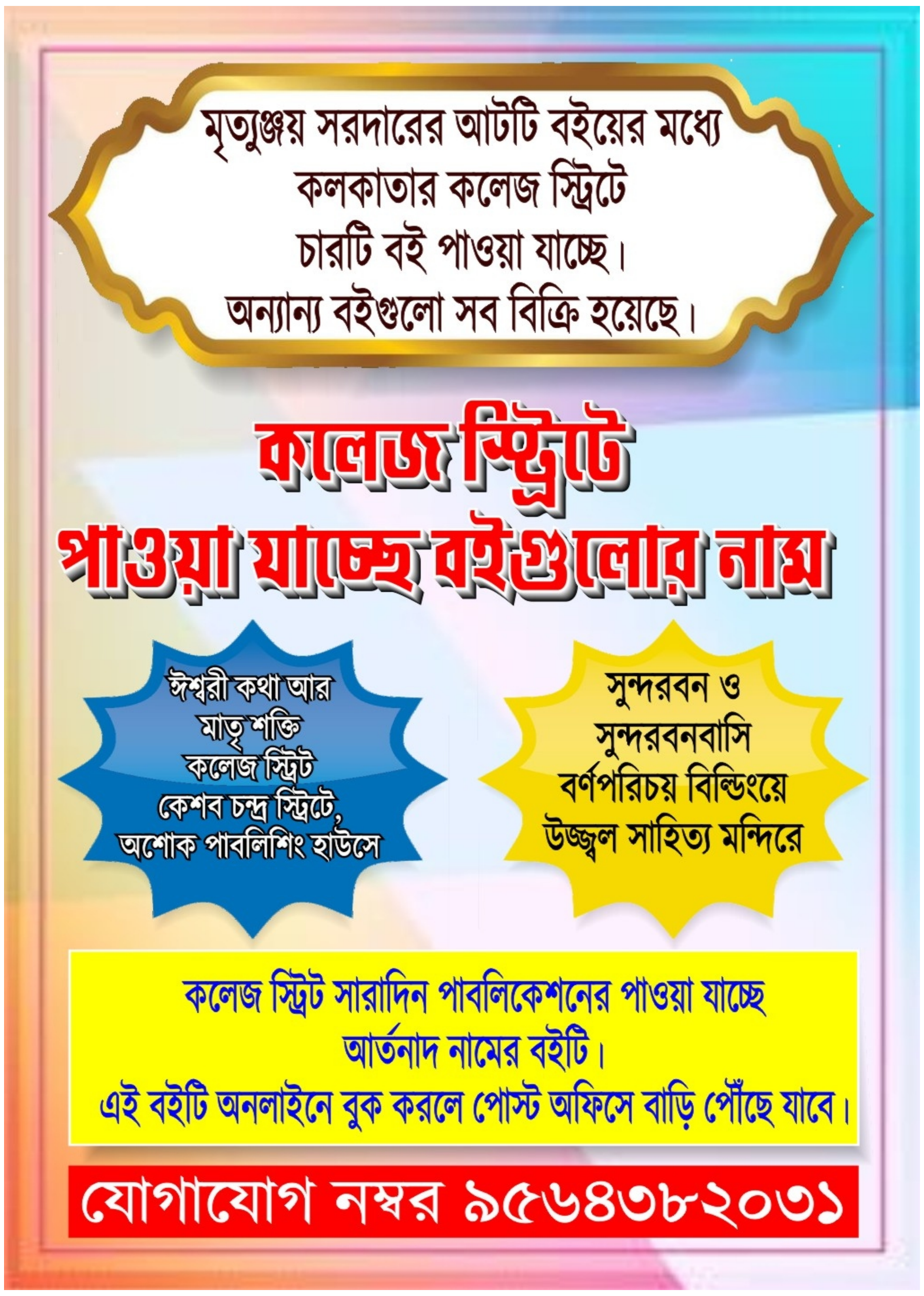

আসাম সরকারকে আদালত অবমাননার নোটিস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে আদালত অবমাননার নোটিস পাঠানো হল আসাম সরকারকে। কামরূপ জেলার সোনাপুরে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে বুলডোজার অভিযান চালাচ্ছিল হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। অবিলম্বে সে অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে বসবাসকারী লোকজনকে এখনই সরানো যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যে আদালত অবমাননার নোটিসের জবাব দিতে বলা হয়েছে আসাম সরকারকে।

আসামের সোনপুরে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় কিছু অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ তুলে বুলডোজার অভিযান চালাচ্ছিল আসাম সরকার। এর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন এলাকাবাসী। সেই মামলায় গত ১৭ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয় আগামী ১ অক্টোবর পর্যন্ত ওই এলাকায় বুলডোজার অভিযান চালাতে পারবে না সরকার।

অবশ্য একইসঙ্গে আদালত এটাও জানায় রেললাইন, রাস্তার ধার ও অন্যান্য সার্বজনিক স্থানে অবৈধ নির্মাণ হলে তা ভেঙে ফেলার অধিকার সরকারের রয়েছে। এবং এর জন্য কোনও অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। বুলডোজার অভিযান প্রসঙ্গে আদালতে আসাম সরকারের তরফে জানানো হয়, ওই অঞ্চলে আদিবাসীদের জমি জোর করে দখল করে অবৈধ নির্মাণ করেছিল অভিযুক্তরা। এর পর সুপ্রিম কোর্টের সে নিষেধাজ্ঞাকে পাত্তা না দিয়ে ফের অভিযান চালায় হিমন্ত সরকার। এর পালটা শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেন বুলডোজার হামলার শিকার হওয়া ৪৭ জন। অভিযোগ তোলা হয় শীর্ষ আদালত ১ অক্টোবর পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করা সত্ত্বেও

এরপর ৩ পাতায়

আজ মহারাষ্ট্রে ১১,২০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগে

বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজ ভিডিয়ো কনফারেন্সের এক মঞ্চে মহারাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে তিনি কয়েকটি প্রকল্প আবার উৎসর্গ করেন জাতির উদ্দেশেও। এই প্রকল্পগুলির রূপায়ণে সরকারি বিনিয়োগের মাত্রা দাঁড়াবে ১১,২০০ কোটি টাকারও বেশি। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে মহারাষ্ট্রের প্রয়োজন আরও বড় ধরনের লক্ষ্য স্থির করা। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকেই সংঘবদ্ধ হতে হবে। পুণের মতো শহরগুলিকে অগ্রগতি ও নগরোন্নয়নের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। পুণের ওপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ পড়ায় এই শহরটির উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ওপর বিশেষ জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। এজন্য উন্নয়নের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, মহারাষ্ট্রের বর্তমান সরকার পুণের সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করে তোলার ওপর জোর দিয়েছে। এই শহরের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে তোলার দিকেও জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রধানমন্ত্রী আজ জেলা আদালত থেকে স্বরগেট পর্যন্ত পুণে মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের একটি সম্প্রসারণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। জেলা আদালত থেকে স্বরগেট পর্যন্ত লাইনটির কাজ সম্পূর্ণ করতে ব্যয় হয়েছে ১,৮১০ কোটি টাকা। মেট্রো প্রকল্পের এই অংশটি পুরোপুরি মাটির তলা বরাবর বিস্তৃত। এছাড়াও পুণে মেট্রো প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে স্বরগেট থেকে কাটরাজ পর্যন্ত সম্প্রসারণ প্রকল্পটির তিনি আজ শিলান্যাস করেন। এজন্য ব্যয়ের মাত্রা ধরা হয়েছে ২,৯৫৫ কোটি টাকা। ভূগর্ভস্থ এই প্রকল্পটি ৫.৪৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বরাবর নির্মিত হবে। যাত্রাপথে থাকবে মার্কেট ইয়ার্ড, পদ্মাবতী এবং কাটরাজ নামে তিনটি স্টেশন। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিল্প করিডর উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৭,৮৫৫ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত বিড়কিন শিল্পাঞ্চলটি উৎসর্গ করেন জাতির উদ্দেশে। এই অঞ্চলটি রাজ্যের ছত্রপতি সম্বাজিনগরের ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এই প্রকল্পটির জন্য সরকারি ভাবে অনুমোদিত হয়েছে ৬,৪০০ কোটি টাকা। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে এই প্রকল্পটি রূপায়িত হবে। প্রধানমন্ত্রী এদিন সোলাপুর বিমান বন্দরটিরও উদ্বোধন করেন। এর ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে সোলাপুরের যোগাযোগ আরও উন্নত হয়ে উঠবে। বিশেষত পর্যটক,

এরপর ৩ পাতায়

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক বিচক্ষণদের জন্য

ময়ূরা ক্রেডিট কার্ড উন্মোচন করেছে!

• সমৃদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি সূক্ষ্মভাবে ডিজাইন করা মেটাল কার্ড

কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২৪: নিউজ সারাদিন : আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক, নেতৃস্থানীয় উদ্ভাবনী ফিনান্সিয়াল সলিউশন্সের কোম্পানি, ময়ূরা ক্রেডিট কার্ড চালু করার ঘোষণা করেছে, যেটি তার প্রিমিয়াম মেটাল কার্ড পোর্টফোলিওতে একটি নতুন সংযোজন। ময়ূরা ক্রেডিট কার্ড নতুন ভারতের চেতনা এবং আকাঙ্ক্ষা উদযাপন করার সাথে এটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যেও এটি গভীরভাবে প্রোথিত। কার্ডের ডিজাইনে আছে মোহনীয় ময়ূর, যা ময়ূরের মহিমা উদযাপন করে। কার্ডটি ভারতীয় ঐতিহ্যের সৌন্দর্য এবং সমসাময়িক জীবনধারার পরিশীলিততার একটি নিখুঁত সংমিশ্রণকে প্রতিনিধিত্ব করে, যারা ভারতকে তাদের হৃদয়ের কাছাকাছি রাখে।

ময়ূরা ক্রেডিট কার্ড: আপনার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করুন

ভারতের কালজয়ী ঐতিহ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, ময়ূরা ক্রেডিট কার্ডটি বিশেষভাবে তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা অন্বেষণ করতে ভালবাসেন। এটি ভ্রমণ সুবিধা সহ একটি মেটাল কার্ড, যা ঘন ঘন ভ্রমণকারী, ব্যবসায়িক ভ্রমণকারী এবং অ্যাডভেঞ্চার অনুসন্ধানকারীদের জন্য আদর্শ।

ময়ূরা ক্রেডিট কার্ডের মূল বৈশিষ্ট্য:

- জিরো ফরেক্স মার্ক-আপ: বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে জিরো ফরেক্স মার্ক-আপ
- পুরস্কারের উচ্চ স্তর: একটি স্টেটমেন্ট সাইকেলে এবং আপনার জন্মদিনে ২০,০০০ টাকার বেশি খরচ করলে ১০ গুণ পুরস্কার পয়েন্ট
- উন্নত এয়ারপোর্টে লাউঞ্জ সুবিধা: ৪ টি ডোমেস্টিক লাউঞ্জ/ স্পা পরিদর্শন সহ প্রতি কোয়ার্টারে ১ জন গেস্ট লাউঞ্জে, ৪টি আন্তর্জাতিক লাউঞ্জ ভিজিট প্রতি কোয়ার্টার
- ট্রিপ ক্যান্সল্যাশন কভার: একটি ক্যালেন্ডার বছরে ফ্লাইট এবং হোটেল ক্যান্সেলেশনের একটি নন- রেফান্ডেবল অংশের ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত পরিশোধ পান।
- মুভির আনন্দ: বুকমাইশো এর মাধ্যমে মাসে দুবার দ্বিতীয় টিকিটে বায়ি ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি অফারে ৫০০ টাকার ছাড়
- সারা বছর গলফ সুবিধা : এক বছরে ৪০ রাউন্ড/ লেসন্স পর্যন্ত

একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা গ্রাহকদের পছন্দগুলির একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, যারা একটি চিক্যান্ড এক্সক্লুসিভ পেমেন্ট অভিজ্ঞতা চাচ্ছেন তাদের জন্য মেটাল কার্ডগুলি সর্বশ্রেষ্ট পছন্দ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। "মেটাল কার্ড সিরিজের সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গ্রাহকদের শুধুমাত্র একটি সুপার পুরষ্কারমূলক প্রস্তাব নয় বরং একটি নান্দনিকভাবে ডিজাইন করা মেটাল কার্ড যা ভারতের কালজয়ী ঐতিহ্যকে প্রদর্শন করে এবং উদযাপন করে। শূন্য ফরেক্স সুবিধা সহ ভ্রমণ এবং জীবনধারা সম্পর্কিত অন্যান্য সুবিধার পাশাপাশি, ময়ূরা কার্ডটি এর অনুপ্রাণিত ডিজাইন সহ বিচক্ষণ এবং বৈশ্বিক ভারতীয়দের জন্য তৈরি করা হয়েছে," বলেছেন শ্রী শিরীষ ভান্ডারী, হেড- ক্রেডিট কার্ড, ফস্ট্যাগ এবং লয়ালটি।

"ময়ূরা মেটাল ক্রেডিট কার্ড চালু করার জন্য আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের সাথে সহযোগিতা করতে পেরে মাস্টারকার্ড আনন্দিত যা কার্ডধারীদের জন্য ভ্রমণ এবং জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করবে। নিরবধি ঐতিহ্যের সাথে নতুন যুগের আকাঙ্খার মিশ্রণের সাথে এই কার্ডটি অনেকগুলি অনন্য এবং বিভাগ-সংজ্ঞায়িত সুবিধা প্রদান করে সামগ্রিক কার্ডের, যেমন শূন্য ফরেক্স মার্ক-আপ এর মূল্য প্রস্তাবকে বাড়িয়ে তুলবে," বলেছেন অনুভব গুপ্তা, মাস্টারকার্ডে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, সাউথ এশিয়া।

প্রাপ্যতা:

ময়ূরা ক্রেডিট কার্ডগুলি এখন সমস্ত যোগ্য গ্রাহকদের জন্য উপলব্ধ" এই কার্ডগুলি সম্পর্কে আরও জানতে এবং কীভাবে আবেদন করতে হবে জানার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, https://www.idfcfirstbank.com/credit-card/metal-credit-card/mayura

ভারতীয় চলচ্চিত্রের শীর্ষে পৌঁছতে মিঠুনদার আশা,

অধ্যবসায় এবং স্বপ্ন পূরণ করার যাত্রাপথের উদযাপন

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : কিংবদন্তি নায়ক মিঠুন চক্রবর্তী ২০২২-এর দাদাসাহেব ফালকে জীবনকৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হবেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অতুলনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তথ্য ও সম্প্রচার, রেল এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ এই পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। চলচ্চিত্র শিল্পের একজন খ্যাতনামা ও আদর্শ চরিত্র যিনি তাঁর বহুমুখী কৃতিত্ব এবং পর্দায় আকর্ষণীয় উপস্থিতির জন্য পরিচিত তাঁকে সম্মানিত করতে পেরে প্রভূত আনন্দ এবং গর্বিত বোধ করছেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

মিঠুনদার মনে রাখার মতো যাত্রাপথ

মিঠুন চক্রবর্তী, মিঠুনদা নামেও পরিচিত। তিনি একজন খ্যাতনামা ভারতীয় নায়ক, প্রযোজক এবং রাজনীতিবিদ। তিনি পরিচিত তাঁর বহুমুখী চরিত্র চিত্রণ, নিজস্ব ধরনের নৃত্যশৈলীর জন্য। চলচ্চিত্রে তিনি নানা ধরনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। অ্যাকশন ভরা চরিত্র থেকে ধীর-স্থির নাটকীয় চরিত্রে রূপদান করেছেন তিনি।

মন্ত্রী বলেছেন যে, মিঠুন চক্রবর্তীর অত্যন্ত সাধারণ তরুণ অবস্থা থেকে খ্যাতনামা চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে উঠে আসার যাত্রাপথ আশা এবং অধ্যবসায়ের পরিচায়ক। যাতে প্রমাণিত হয় যে, আন্তরিক ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা থাকলে যে কেউ তার যে কোন বড় স্বপ্ন সফল করতে পারে। তাঁর নিষ্ঠা এবং কঠিন শ্রম তাঁকে আগামীদিনের চলচ্চিত্রের নায়ক এবং শিল্পীদের কাছে আদর্শ চরিত্র করে তুলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ১৯৫০ সালের ১৬ জুন তাঁর জন্ম। তাঁর নাম ছিল গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী। ১৯৭৬-এ প্রথম ছবি ওমৃগয়ার জন্য জাতীয় পুরস্কার পান। ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়া এফটিআইআই-এর প্রাক্তনী মিঠুন চক্রবর্তী সেখানেই তাঁর চলচ্চিত্রে বিশাল সাফল্যের জন্য নিজের অভিনয় শৈলীর ভিত স্থাপন করেছিলেন। মৃণাল সেনের ছবিতে সাঁওতাল বিদ্রোহীর চরিত্রে অভিনয় তাঁকে জাতীয় স্তরে প্রশংসা এনে দেয়। ৮০-র দশকে 'ডিসকো ড্যান্সার' (১৯৮২)-এ তাঁর অভিনয় জনপ্রিয় হয়। এই ছবি ভারত ছাড়াও বিদেশেও সাফল্য লাভ করে। তিনি প্রতিষ্ঠা পান একজন ভালো নৃত্যকুশলী অভিনেতা রূপে। এই ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমেই তাঁর নাম ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর নৃত্যকুশলতাই শুধু জনপ্রিয় হয়নি, সেইসঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্রে ডিসকো মিউজিকও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৯০-তে অগ্নিপথে অভিনয়ের জন্য সেরা সহশিল্পী হিসেবে ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার পান।

পরে তিনি আরও ২ বার জাতীয় পুরস্কার জেতেন, ১৯৯২-তে তাহাদের কথা এবং ১৯৯৮-তে স্বামী বিবেকানন্দ ছবিতে অভিনয়ের জন্য। তাঁর দীর্ঘ চলচ্চিত্র জীবনে হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, ভোজপুরি এবং তেলুগু সহ বিভিন্ন ভারতী ভাষায় ৩৫০-টির বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি খ্যাত। মারপিট থেকে শুরু করে নাটকীয় এবং হাস্যরস সৃষ্টিকারী চরিত্রেও তিনি সফল হয়েছেন।

মিঠুনদার দ্বৈত স্বরূপ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন যে মিঠুনদা শুধুমাত্র চলচ্চিত্র অভিনয়ের জন্যই নাম করেছেন তা নয়, সামাজিক কাজে নিষ্ঠার জন্যও পরিচিত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষের জন্য সেবামূলক কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত। যার থেকে বোঝা যায় তিনি সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দিতে চান। তিনি সংসদ সদস্য হিসেবেও কাজ করেছেন। জনপরিষেবা এবং প্রশাসনেও তাঁর অবদান রেখেছেন।

৫ দশকের চলচ্চিত্র জীবনে মিঠুন চক্রবর্তী বহু পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ। সম্প্রতি তিনি পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। 'ডিসকো ড্যান্সার' এবং 'ঘর এক মন্দির'-এর মতো ক্লাসিক ছায়াছবির

এরপর ৩ পাতায়

টাটা পরিচালিত আইফোন প্ল্যান্টে আগুন, তদন্ত করবে ভারত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত সরকার রোববার বলেছে যে, তারা আইফোনের যন্ত্রাংশ তৈরির একটি কারখানায় বড় অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে ফরেনসিক তদন্ত করবে।

তামিলনাড়ু রাজ্যের টাটা ইলেকট্রনিক্স কারখানায় সপ্তাহান্তে আগুন লেগেছিল। এতে কমপক্ষে ১০ জন শ্রমিকের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিল, যাদের মধ্যে দুজন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। একজন কর্মকর্তা বলেছেন যে, রাসায়নিক সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত একটি এলাকায়

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

আসাম সরকারকে আদালত অবমাননার নোটিস

কীভাবে হামলা চালাতে পারে সরকার? আদালত অবমাননার এহেন অভিযোগের জেরেই হিমন্ত সরকারকে নোটিস পাঠানো হয়েছে শীর্ষ আদালতের তরফে। পাশাপাশি বুলডোজার অভিযানের চালানো যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী আদালতকে জানান, বাড়ি ভাঙার আগে সরকারের তরফে কোনওরকম নোটিসও দেওয়া হয়নি। সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বুলডোজার চালানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশ থেকে যে অভিযান শুরু হয়েছিল ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের বাকি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। রাষ্ট্রের কোপে পড়লেই অভিযুক্তের বাড়িতে নানা অছিলায় চলত বুলডোজারের তাণ্ডব। যোগীর এমন নীতির দ্বারা সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিল আর এক বিজেপি শাসিত রাজ্য আসাম। আসামের সোনপুরে তেমনই এক 'অবৈধ নির্মাণ'-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে এবার বিপাকে পড়ল হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। আদালত অবমাননার নোটিসের পাশাপাশি বুলডোজার অভিযানে জারি হল নিষেধাজ্ঞা।

কলকাতায় জুনিয়র চিকিৎসকদের মিছিলে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি' স্লোগান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর জি কর কাণ্ডে তিলোত্তমার বিচার চেয়ে মিছিলে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি স্লোগান'! যাদবপুর থেকে যে মিছিল বেরিয়েছিল, সেই মিছিলে ছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তাতে এই স্লোগান ঘিরে এখন চরম বিতর্ক। প্রশ্ন উঠছে, তিলোত্তমার বিচার চেয়ে মিছিলে কেন এই ধরনের স্লোগান? আর তা নিয়েই তোপ দেগেছেন তৃণমূল-বিজেপি।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন। বামেদেরকে তোপ দেগে তিনি বলেছেন, 'মুখোশের আড়ালে অরাজকতা বন্ধ হোক।' তৃণমূলের মুখপাত্র কৃশানু মিত্র বলেন, "এই অসভ্যতামোর আন্দোলন, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে আজকে নৈতিক আইনি সমর্থন জানাবার কথা যারা বলছেন, তাঁদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাই, তারা কী উদ্দেশ্যে এটা করছেন?"

আসল ঘটনা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে এই ধরনের চেষ্টা চলছে বলে পাল্টা দাবি তুলেছে বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "প্রথম থেকেই বলছি, এই আন্দোলনটাকে হাইজ্যাক করার চেষ্টা চলছে। সেটা অতি বামেরা করছে। উদ্দেশ্য একটাই। আর সেটা করছে মমতা বন্দেয়াপাধ্যায়ের অঙ্গুলি হেলনেই। তাঁরা জানেন, এই স্লোগানগুলো উঠলে, সাধারণ মানুষ পিছিয়ে আসবেন। কারণ সাধারণ মানুষ কাশ্মীরের আজাদি চান না। ভারতবর্ষকে নিয়ে সাধারণ মানুষ খুশিই রয়েছেন।"

যদিও সে প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, 'এই স্লোগান যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হত, যারা এই স্লোগান দিতেন, তারা মূলত বেকারত্বের থেকে আজাদি, মূল্যবৃদ্ধির থেকে আজাদি, তারা ধর্ষণের থেকে আজাদি, পুরুষতন্ত্রের থেকে আজাদি এসব কথা বলতেন। সেখানে কিছু লোক ঢুকে পড়ে কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি স্লোগান দিতেন। কিন্তু সেই মুখগুলোকে বিচ্ছিন্ন করুন। আমরা কেউ ভারতকে ভাগ করার কথা বলছি না।'

রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, 'যে যার নিজের স্লোগান দিচ্ছে, তাতে আমাদের কিছু বলার থাকে না। কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন জিনিস তুলে এনে আপত্তি জানাবেন। আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছেন।'

২ পাতার পর

টাটা পরিচালিত আইফোন প্ল্যান্টে আগুন, তদন্ত করবে ভারত

আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল।

অ্যাপল বা টাটা থেকে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলোর বিষয়ে তাতক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি, তবে ভারতীয় সংস্থাটি আগে বলেছে যে, তারা কী ঘটেছে তা তদন্ত করছে এবং কর্মীদের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেবে।

রয়টার্স জানিয়েছে, দ্য টাটা ইলেকট্রনিক প্রাইভেট লিমিটেড (টিইপিএল) আইফোনের যন্ত্রাংশ নির্মাণ করে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে কারখানার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই কারখানার মোবাইল ফোন উৎপাদন ইউনিটে প্রথম আগুন লাগে। এরপর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

এক বিবৃতিতে টাটা ইলেকট্রনিক্স বলেছে, ঘটনার সময় কারখানায় ১,৫০০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। আগুন লাগার পর দ্রুতই সবাইকে সরিয়ে নেয়া হয়। প্রথম দিকে কারখানার প্রশিক্ষিত কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। এর কিছু সময় পর তাদের সঙ্গে ফায়ার সার্ভিস যোগ দেয়।

টাটা ইলেকট্রনিক্সের মুখপাত্র বলেছেন, 'আমরা আমাদের কর্মী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেব।'

১-ম পাতার পর

বিজেপি বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে, ইন্ডিয়া আরও শক্তিশালী হবে: শত্রুঘ্ন সিনহা

ইন্ডিয়া ব্লকের দখলে।'

পাশাপাশি একই সংবাদ সাক্ষাৎকারে তারকা শিলিগুড়িতে বিহারি চাকরি প্রার্থীদের হামলার নিন্দা করে বলেছেন, তার বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন। তবে এমন হামলার ঘটনা প্রকাশ্যে আসা সত্ত্বেও বিহারিরা পশ্চিমবঙ্গে নির্ভয়ে বসবাস করছেন।

এদিকে সম্প্রতি শত্রুঘ্ন সিনহা অন্ধ্রপ্রদেশের লাড্ডু বিতর্ক নিয়ে কথা বলতে গিয়ে উল্টে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি কারও উপরে কোনও অভিযোগ আনতে চাইনা। তবে এ বিষয়ে আমাদের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা।'

১-ম পাতার পর

জুনিয়র ডাক্তারদের কাজ বন্ধ না হয় বুঝলাম, কমিশন বন্ধ হবে কবে

অদূর ভবিষ্যতে কিংবা ভবিষ্যতে এই অপ্রিয় প্রশ্নগুলোর উত্তর এই নাগরিক সমাজই চাইবে।আবার কর্মবিরতির হুমকি দিয়েছেন সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা।উসকানি দিচ্ছেন কিছু সিনিয়র ডাক্তার। সোমবার বিকেল থেকেই এই কর্মবিরতির হুঙ্কার দেওয়া আছে।

আমরা বারবার বলছি, জুনিয়র ডাক্তারদের মূল দাবির সঙ্গে আমরা সহমত। আর জি করে ন্যায়বিচার থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বহু দাবিই ন্যায্য। কিন্তু এর জন্য বারবার কর্মবিরতি, সেটা হতে পারে না। সরকারি হাসপাতাল মূলত সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষের জন্য। এখানে চিকিৎসায় হয়রানি হলে বাড়তি টাকা দিয়ে ভিড় বাড়ছে বেসরকারি ক্ষেত্রে। স্বাস্থ্যসাথীর কল্যাণে কিছু মানুষ সুবিধা পেলেও অনেককেই অতিরিক্ত টাকা দিতে হচ্ছে। ফলে আন্দোলন এবং প্রতিবাদ চলুক, কিন্তু কর্মবিরতি নয়।এর পরেও যে বা যাঁরা কর্মবিরতির পক্ষে ওকালতি করবেন, তাঁদের দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। অন্যান্য পেশায় যদি কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি কেউ হন, তাহলেও কি গোটা পেশা কাজ বন্ধ করে বসে থাকেন? সাংবাদিক নিগ্রহ তো যুগে যুগে হয়ে এসেছে, তার মানে কি চ্যানেল আর কাগজ বন্ধ? ফলে, সাগর দত্ত হাসপাতাল বা অন্য কোথাও যদি বিচ্ছিন্ন আপত্তিকর ঘটনা ঘটে, তার জন্য সবটা বন্ধ করার অধিকার থাকে কি? ওড়িশায় রোগিণীদের ধর্ষণ করলেন এক চিকিৎসক, গ্রেপ্তারও, তাহলে কি সব ডাক্তারই খারাপ? পেশার সকলকেই একনজরে দেখতে হবে?দ্বিতীয় প্রশ্নটি আরও তীব্র এবং আমজনতার খারাপ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত। বেসরকারি ক্ষেত্রে চিকিৎসায় এত খরচ কেন, বিল বাড়ে কেন? যে জুনিয়র ডাক্তাররা রোজ নীতিকথা শোনাচ্ছেন, বিপ্লবী ভাব দেখাচ্ছেন, তাঁরা কি অস্বীকার করবেন যে অনেকের শিরদাঁড়া বন্ধক আছে বড় প্রাইভেট হাসপাতালে। জবাব দিতে হবে, (এক) সরকারি কাজে অবহেলা করে অনেকে প্রাইভেটে রোগী দেখার কাজে যান কি না। (দুই) একাংশের চিকিৎসক বা চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট ওষুধ কোম্পানির দামি ওষুধ ব্যবহার করিয়ে তার থেকে কমিশন খান কি না। (তিন) একাংশের ডাক্তার দরকারে বা অদরকারে বেশ কিছু পরীক্ষা করিয়ে সেখান থেকে কমিশন পান কি না। (চার) একাংশের ডাক্তার পেসমেকার বা অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যাবহার করিয়ে সেখান থেকেও কাটমানি নেন কি না। (পাঁচ) বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি যে কিছু ডাক্তারকে দেশবিদেশে সফরে নিয়ে যায়, সেটা কি শুধুই সমাজসেবার কারণে? (ছয়) কিছু প্রাইভেট হাসপাতালে ডাক্তারদের উপর বিল করানোর 'আর্থিক টার্গেট' ঠিক করে দেওয়া থাকে কি না?এখন যে পুলিশ বা রাজনীতিবিদদের ভিলেন বানানো হচ্ছে, প্রাইভেট সেক্টরের অতিরিক্ত বিল থেকে বাঁচতে আমজনতা সেই নেতাদেরই দ্বারস্থ হয় অনুরোধ করার জন্য। ক্ষোভ সামলাতে এই পুলিশকেই ছুটে যেতে হয়। ফলে যত সহজে যে আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করে কিছু জুনিয়র ডাক্তার কুৎসিত পরিবেশ তৈরি করছেন, ভবিষ্যতে এই পরিবেশের জন্য তঁাদেরও আক্ষেপ করতে হবে। বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যদি কোনও সরকারি এজেন্সি হিসাব পরীক্ষা করে, কত টাকা কোথায় গেছে তালিকা প্রকাশিত হয়, অনেক চিকিৎসকের সামাজিক সম্মান নিয়ে টানাপোড়েন তৈরি হবে।মেডিক্যাল সিস্টেম একটা জরুরি জায়গা। ডাক্তাররা ভগবানের মতো। ডাক্তার-রোগী সম্পর্ক একে অপরের পরিপূরক, বিশ্বাসের সম্পর্ক। এখন রোগীরা বোঝেন তাঁরা 'মানি মেকিং মেশিন'। তাই বিশ্বাসযোগ্যতা রাখার মূল দায়িত্ব ডাক্তারদের। সরকারি মেডিক্যাল কলেজে আমজনতার করের টাকার ভরতুকিতে সস্তায় পড়ে ডাক্তার হবেন, আর তার পরে আকাশছোঁয়া ভিজিট আর প্রাইভেটের চক্কর, এটাই বা কতদিন চলবে? জানি, এই অপ্রিয় প্রশ্নগুলো উঠলে অনেকে হাঁ হাঁ করে উঠবেন, কিন্তু যদি এই একটা পেশা থেকে কথায় কথায় কর্মবিরতির 'থ্রেট কালচার' শুরু হয়, তাহলে অন্য প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়ার দায়িত্বও তাঁরা নেবেন না কেন?আরও একটি অপ্রিয় কথা। সেদিন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির বৈঠকের সময় সামনে দাঁড়িয়ে যে জুনিয়র মহিলা ডাক্তার স্বাভাবিক ছিলেন, হঠাৎ ক্যামেরায় বাইটস দেওয়ার সময় কেঁদে নাটক করলেন, তাঁর বাবা একজন ডাক্তার, এবং তাঁর বিরুদ্ধে রোগিণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ আছে, চার্জশিটও হয়ে গিয়েছে। সেই অভিযুক্ত ডাক্তারের এক মেয়ে কেঁদে আর জি করের ন্যায়বিচার চাইছেন, এক জামাই এই আন্দোলনের অন্যতম মুখ অথচ জামাইষষ্ঠী খেতে যায় ওই শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত শ্বশুরের কাছে, এত দ্বিচারিতা নিয়ে এই অংশটি নিজেদের স্বার্থে মিডিয়াকে ব্যবহার করে কিছু প্রচার পেতে পারে। কিন্তু সিস্টেমের মূল সমস্যাগুলির সমাধান এদের উদ্দেশ্য নয়। প্রতিবাদী আমরা সবাই। এর মধ্যেও এমন অনেক ঈশ্বর সম ডাক্তার এবং জুনিয়র ডাক্তার অবিরাম বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে চলেছেন, তাঁরাও ন্যায়বিচার চান, কিন্তু এই অন্য উদ্দেশ্যের প্রচারের নাটকে মুখ দেখিয়ে পরিচিতি বাড়ানোর দৌড়ে তাঁরা নেই।এই অংশটির জন্যই এখনও মেডিক্যাল সিস্টেম টিকে আছে। সরকারের উচিত এই অংশটিকে আরও বেশি করে কাজে লাগিয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা। আন্দোলনের নামে ব্ল্যাকমেল করে টেবিলে বসা মানেই জ্ঞানীগুণী আর নীরবে কাজ করে যাওয়ারা দূরে থাকবেন, এটা চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত বেসরকারি ক্ষেত্রের অশুভ চক্রই শেষ হাসি হাসবে।

কুলপি ব্লক তৃনমূল

মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়

বেবি চক্রবর্তী: ডায়মন্ড হারবার: নিউজ সারাদিন : তৃণমূলের মহিলা সংগঠনের পরিচালনায় ৩০ শে সেপ্টেম্বর দল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ১৭৫ কিমি পথে মানববন্ধন অনুষ্ঠান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এদিন দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত ৩৫ টি জেলা জুড়ে,প্রতি জেলায় ৫ কিমি করে রাস্তায় তৃণমূলের মহিলা সদস্যরা এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করলেন। সারা রাজ্যের পাশাপাশি এদিন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কুলপি ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।এদিন উপস্থিত ছিলেন কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুপ্রিয় হালদার, কুলপি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি সামসুর আলম মীর,জেলা পরিষদের সদস্যা নুর খাতুন বিবি সহ অসংখ্য মহিলা কর্মী সমর্থক। তৃণমূলের দলীয় সূত্রে জানা যায় বাংলার নারী ক্ষমতায় এনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে অনবদ্য ভূমিকা নিয়েছেন,তার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে এই মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই মিছিল থেকে অসংখ্য মহিলা কর্মী সমর্থক স্লোগান তোলেন আমার হাত তোমার হাতে, আমরা সবাই দিদির সাথে।

২ পাতার পর

আজ মহারাষ্ট্রে ১১,২০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী

ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা সোলাপুর বিমান বন্দরটি ব্যবহার করে যাতায়াত করতে পারবেন। এখানকার টার্মিনাল বিল্ডিংটিও আরও নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে, বছরে ৪ লক্ষ ১০ হাজারের মতো বিমানযাত্রী এটি ব্যবহার করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী আজ ক্রান্তি জ্যোতি সাবিত্রীবাই ফুলের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের একটি স্মারক ভবন নির্মাণের শিলান্যাস করেন। এটি অবস্থিত ভিদেনওয়াড়ায়। প্রধানমন্ত্রী আজ তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন যে, জাতির সার্বিক উন্নয়নে মহারাষ্ট্র এক বিশেষ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। বিকশিত মহারাষ্ট্র তথা বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে সংকল্প পূরণের পথে সকলে মিলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। আজকের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রী সি পি রাধাকৃষ্ণাণ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী একনাথ শিন্ডে এবং উপমুখ্যমন্ত্রীদ্বয় শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস ও শ্রী অজিত পাওয়ার।

২ পাতার পর

ভারতীয় চলচ্চিত্রের শীর্ষে পৌঁছতে মিঠুনদার আশা, অধ্যবসায় এবং স্বপ্ন পূরণ করার যাত্রাপথের উদযাপন

মাধ্যমে তিনি শুধু লক্ষ লক্ষ মানুষের মনোরঞ্জন করেছেন তাই নয়, বলিউড এবং আঞ্চলিক চলচ্চিত্র শিল্পের পটভূমিও বদলে দিয়েছেন। তাঁর প্রভাব রূপোলি পর্দা ছাড়িয়ে আরও বহুদূর বিস্তৃত। চলচ্চিত্র এবং মানবিক সেবায় তাঁর কাজের মাধ্যমে তিনি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবেন।

পুরস্কার দেওয়া হবে আগামী ৮ অক্টোবর ২০২৪ মঙ্গলবার ৭০তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে। দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার মনোনয়ন কমিটিতে ছিলেন নিম্নলিখিত সদস্যগণ :

১. শ্রীমতী আশা পারেখ,
২. শ্রীমতী খুসবু সুন্দর
৩. শ্রী বিপুল অমৃতলাল শাহ

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৬৮ সংখ্যা ০১ অক্টোবর, ২০২৪ মঙ্গলবার ১৪ আশ্বিন, ১৪৩১

ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, গ্রেফতার সিভিক ভলান্টিয়ার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক কলেজছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে। রবিবার তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাটি পশ্চিমবঙ্গের কাকদ্বীপে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে কলেজের নবীনবরন অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন ওই কলেজ শিক্ষার্থী। অভিযোগ সেইসময় তাকে রাস্তায় বাধা দেন অভিযুক্ত ভলান্টিয়ার। কলেজছাত্রীকে টোটোতে চাপিয়ে অন্যত্র নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। ওই ছাত্রী বাধা দেয়ায় তার টাকা ও মোবাইল ছিনিয়ে নেয়া হয়।

এরপর নির্যাতিতার পরিবারের তরফে প্রথমে পাথরপ্রতিমা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে। তার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, ভীতি প্রদর্শন সহ একাধিক অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আরজি কর কাণ্ডের ইতিমধ্যে গ্রেফতার সঞ্জয় রাই নামে এক অভিযুক্তকে। তিনি পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের সিভিক ভলানিটয়ের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। ঘটনার পর থেকেই ফের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

সম্পাদকীয়

৬ লাখ টাকা চাঁদা না দিলে ছেলের ১০০ টুকরো লাশ পাবি, হিন্দু ব্যবসায়ীকে চিঠি

শেখ হাসিনার রাজত্বের অবসানের পরেই বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয়েছে হিন্দুদের উপরে অত্যাচারের ফলে। পাক গুপ্তচর সংস্থার মদত পুষ্ঠ মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের মদতে হিন্দু নিপীড়ন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দিন কয়েক আগেই খুলনার দাকোপের বিভিন্ন মন্দিরে চিঠি পাঠিয়ে দুর্গাপুজোর জন্য ৫ লক্ষ করে টাকা দাবি করা হয়েছিল ।ওই চিঠি পেয়েই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন উত্তম রায় ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। প্রথমে উড়ো চিঠির কথা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে জানান। পরে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতাদের জানিয়েছেন। ওই উড়ো চিঠির বিষয়টি জানাজানি হতেই সামাজিকমাধ্যমে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনার কথা পৌঁছয় জেলা প্রশাসক ইসরাত ফারজানার কানে। তিনি বিকালে সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা বেলায়েত হোসেনকে হুমকি পাওয়া উত্তম রায়ের বাড়িতে পাঠান। জেলা প্রশাসকের নির্দেশ পাওয়ার পরে ভুক্তভোগী উত্তমের বাড়ি যান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বেলায়েত হোসেন। তিনিই উত্তম রায়কে থানায় সাধারণ ডায়েরি করার পরামর্শ দেন। এর পরেই ঠাকুরগাঁও থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানিয়েছেন, কারা ওই উড়ো চিঠি পাঠাল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।আর এবার বিএনপি'র মহাসচিব তথা সেকেন্ড ইন কম্যান্ড মির্জা ফখরুল ইসলামের খাসতালুক ঠাকুরগাঁওয়ে এক হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছে ৬ লাখ টাকা দাবি করে চিঠি পাঠাল জামায়েত ইসলামীর সন্ত্রাসীরা। দাবিমতো ৬ লাখ টাকা না দিলে ছেলেকে ১০০ টুকরো করে কেটে ফেলা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই হিন্দু ব্যবসায়ী। তবে পুলিশ ও প্রশাসনের গয়ংগচ্ছ মনোভাবে খানিকটা আতঙ্কিতও ।ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের বদলিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা উত্তম রায় গতকাল রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালে একটি উড়ো চিঠি পান। ওই উড়ো চিঠি খুলে পড়তে গিয়ে ঘাম ছুটে যায় তাঁর। চিঠিতে লেখা ছিল, 'তোর সাথে দুটি কথা। আগামিকাল সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় নগদ ৬ লাখ টাকা একটি বাজার ব্যাগে ভরে তোর বাড়ির দক্ষিণ পাশে কহরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেটের ভেতরে রেখে ভালভাবে বাড়ি চলে যাবি। পুলিশ বা অন্য কাউকে কিছু জানালেই তোর সন্তানের ১০০ টুকরা লাশ পাবি। আর তোর মেয়ের যে ক্ষতি করব তা কল্পনাও করতে পারবি না। টাকা না দিলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তোর বাড়িঘর অবস্থা খারাপ হবে। এসব জানানোর চেষ্টা করলে লাশের জন্য রেডি থাকিস উত্তম।'

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একাদশ পর্ব)

রাবণাধ্বংসকারিণী।।
চন্ডমুন্ডবধে দেবী রক্তবীজবিনাশিনী।
নিশুম্ভশুম্ভমথনী মধুকৈটভঘাতিনী।।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।
আদ্যাস্তবমিমং পূণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ।।
সর্বজ্বর ভয়ং ন স্যাৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
কোটিতীর্থফলং তস্য লভতে নাত্র সংশয়ঃ।।
জয়া মে চাগ্রতঃ পাতুবিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ।
নারায়ণী শীর্ষদেশে সর্ব্বাঙ্গে সিংহবাহিনী।।
শিবদূতী উগ্রচন্ডা প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী।
বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্খিণী শিবা।।
চক্রিণী জয়দাত্রী চ রণমত্তা রণপ্রিয়া।
দুর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্রকালী মহোদরি।।
নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা।
ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয় বিনাশিণী।।
ইতি ব্রহ্মযামলে ব্রহ্মনারদ সংবাদে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের ডাকে মানববন্ধন কর্মসূচি হলো কলকাতায়

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা: নিউজ সারাদিন : রাজ্যজুড়ে ২০০ কিমি মানববন্ধনের ডাক দিলেন আইন ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মহিলা বিধায়ক ও একাধিক মন্ত্রী যোগ দিয়েছেন এই কর্মসূচীতে। আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার দ্রুত বিচার ও মহিলা ক্ষমতায়নে রাজ্য যে কাজ করেছে তাতে ধন্যবাদ জানিয়েই এই আয়োজন, এমনই জানান চন্দ্রিমা ।তিনি বলেন, " বিরোধীরা কোথায় কী করছেন জানিনা। আমরা আমাদের দাবি জানিয়ে করছি ।সোমবার আরজি কর কাণ্ডের মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। বেলা দুটোর পর সুপ্রিম কোর্টে শুরু হওয়ার কথা ছিল আরজি কর মামলার শুনানি। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছিলেন, তালিকায় থাকা অন্যান্য মামলার শুনানির পর বেলা দুটোর পর থেকে আরজি কর মামলাটি শুনবেন তাঁরা। যদিও ৪টে বেজে গেলেও শুরু হল না আরজি কর শুনানি ।এর আগে যে কদিন আরজি কর মামলার শুনানি হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে, প্রত্যেকবারই সকালের দিকে মামলাটি শুনেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। গত ২৭ অগাস্ট মামলাটি শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের আবেদনে মামলাটি আজ শোনা হবে বলে জানিয়েছিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

অন্যদিকে, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে চিকিৎসকদের মিছিলে অনুমতি আদালতের। আগামী ১ অক্টোবর কলেজ স্কোয়ার থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত মিছিলে অনুমতি বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের। বিকাল ৫ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মিছিলে অনুমতি আদালতের। তবে, আদালতের নির্দেশ পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে মিছিলের সময়।

মোদিকে না সরিয়ে মরবেন না কংগ্রেস সভাপতি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়লেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে। বক্তব্যের মাঝেই হঠাৎই ভারসাম্য হারান তিনি। তবে বড় বিপদ হওয়ার আগেই দলের নেতা-কর্মীরা প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতাকে ধরে ফেলেন। তাকে চেয়ারে বসানো হয়। তবে কিছু ক্ষণ পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে ফের স্বমেজাজে ফেরেন কংগ্রেস সভাপতি। উপস্থিত জনতার উদ্দেশে জানান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকবেন।

আগামী মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরে তৃতীয় তথা শেষ দফার বিধানসভা নির্বাচন। রবিবার ছিল প্রচারের শেষ দিন। কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারের জন্য রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার জাসরোটায় গিয়েছিলেন খড়গে। বক্তৃতার মাঝেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে আবার বক্তব্য শুরু করে তিনি বলেন, “আমার বয়স ৮৩। আমি এত তাড়াতাড়ি মরব না।” তার পরেই তার সংযোজন, “মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব।”

এমন এক সময়ে কংগ্রেস সভাপতি এ কথা বললেন, যখন ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে শাসক দল বিজেপির কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর পরিচালনা নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে এসব অঞ্চলে নির্বাচন বিলম্ব করায় বিজেপির সমালোচনা হচ্ছে।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সে সময় মূল গর্ভগৃহের প্রস্রবনের জল আয়রন অক্সাইডের প্রভাবে লাল হয়ে থাকে। ফলে সেটিকে ঋতুস্রাবের মতো দেখতে হয়। তাই বলবো যোনি আকৃতিবিশিষ্ট পাথর এবং ভূগর্ভস্থ প্রস্রবনটি প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের বর্মণ রাজবংশের শাসনকালে ৩৫০ থেকে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ এবং সপ্তম শতাব্দীর চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং এর রচনাতেও কামাখ্যা উপেক্ষিত হয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আত্মপ্রকাশ হল মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বিবেকানন্দের বেলুড়

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : সোমবার গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী নিরবেদানন্দ মহারাজের হাত দিয়ে এদিন আত্মপ্রকাশ পেল বিবেকানন্দের বেলুড় এবং আর্তনাদ। সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ এই বই দুটি আত্মপ্রকাশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী নিরবেদানন্দ মহারাজ, সাংবাদিক বেবি চক্রবর্ত্তী, লেখক এবং সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, উকিল এবং সাংবাদিক তপন কান্তি মন্ডল, এছাড়াও ছিলেন কলকাতার স্বনামধন্য মডেল সালিনী। হিন্দু ধর্ম হল সকল ধর্মের জননী স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৭ সালের শুরুতে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যদের একটি ছোট দল নিয়ে কলকাতার বরানগরে আসেন। ১৯২৪ সালে ২৮ জানুয়ারি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ৬২ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনে সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনাটি ছিল স্বামীজির বিরাট স্মৃতি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ।ঈশ্বর-বিশ্বাসীরাই প্রকৃত সুখী, কারণ তারা সকল প্রকার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত। আমরা সকলে ঈশ্বরের হাতের পুতুলমাত্র। যখন আমরা তা বুঝতে পারি তখন আমাদের সকল অহঙ্কার, সকল উচ্চাভিলাষ ও সকল গর্ব চূর্ণ হয়। সুতরাং যারা নিজেদের ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র একথা বুঝতে পারে তারাই ভাগ্যবান। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রথম যোগী যিনি ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে বিশ্ব ধর্মের সংসদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন,যার পরে তিনি একটি আধ্যাত্মিক তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন।

সিনেমার খবর

আজকালের দম্পতিরা প্রতি মাসে ডিভোর্স লেটার পাঠায়: আশা ভোঁসলে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় উপ-মহাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলে। ৯১ বছর বয়সি এই শিল্পীকে এখনো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যায়। কয়েক দিন আগে আধ্যাত্মিক নেতা রবি শঙ্করের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠানে যোগ দেন আশা ভোঁসলে।

এ আলাপচারিতায় বর্তমান প্রজন্মের প্রেম পড়া, প্রেম ভাঙা এবং বিবাহবিচ্ছেদের কারণ আশা ভোঁসলের কাছে জানতে চান রবি শঙ্কর। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবন টেনে আনেন এই গায়িকা।

আশা ভোঁসলে জানান, স্বামী আরডি বর্মনের সঙ্গে তার সমস্যা হতো। এ নিয়ে বিরক্তও হতেন। কিন্তু খুব বেশি হলে রাগ করে মায়ের কাছে চলে যেতেন। তবে কখনো ডিভোর্সের চিন্তাও তার মাথায় আসেনি।

এ সময় রবি শঙ্করকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে আশা ভোঁসলে বলেন, 'আজকাল শুনতে পাই, দম্পতিরা প্রতি মাসে ডিভোর্স লেটার পাঠায়। গুরুদেব, এমনটা কেন ঘটছে?' এ প্রশ্নের জবাবে রবি শঙ্কর বলেন, 'আপনি গান গেয়ে সবাইকে আনন্দ দিচ্ছেন। সৃষ্টিকর্তার উপরে আপনার বিশ্বাস আছে, কষ্ট সহ্য করা এবং সমস্যার মোকাবিলা করার শক্তিও আপনার আছে। কিন্তু আজকালের মানুষজনের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা নেই বললেই চলে।'

বর্তমান প্রজন্ম দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ নেয় বলে মন্তব্য করেন আশা ভোঁসলে। তার মতে, 'আমি আমার জীবনের অধিকাংশ বছর এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাটিয়েছি, অনেক মানুষকে দেখেছি। এখনকার প্রজন্মের মতো এত দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ নিতে আগে দেখিনি। আমার মনে হয়, তারা পরস্পরের প্রতি দ্রুত ভালোবাসা অনুভব করে এবং তারা দ্রুত বিরক্ত হয়ে যায়। সম্ভবত, এ কারণে বিবাহবিচ্ছেদের হার বেড়েছে।' আশা ভোঁসলের এ বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে রবি শঙ্কর বলেন, 'আজকাল আকর্ষণ ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে গেছে।'

এ সময়ের নারীদের সমালোচনা করে আশা ভোঁসলে বলেন, 'আজকালের নারীরা সন্তানধারণকে বোঝা মনে করেন। সম্ভবত, এটি নিম্নবিত্ত শ্রেণিতে যেমন বাস্তবতা, তেমনি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরও। মাত্র ১০ বছর বয়সে প্লেব্যাক গায়িকা হিসেবে কাজ শুরু করেছিলাম। আমার তিনটি সন্তান ছিল। তাদের বড় করেছি, বিয়ে দিয়েছি, এখন আমার নাতি-নাতনি রয়েছে। আমি আমার স্বামীকে ছাড়াই একহাতে এসব সফলভাবে সামলেছি। পেশাগত কাজ নিয়ে যখন ব্যস্ত ছিলাম তখন আমি এসব করেছি। ওই সময়ে আমি দিন-রাত কাজ করেছি।'

বড় বোন লতা মঙ্গেশকরের সেক্রেটারি গণপতরাও ভোঁসলেকে প্রথম বিয়ে করেন আশা ভোঁসলে। তখন তার বয়স ছিল ১৬ বছর আর গণপতের বয়স ছিল ৩১ বছর। ১৯৬০ সালে ভেঙে যায় এ সংসার। ১৯৮০ সালে গায়ক আরডি বর্মনকে বিয়ে করেন আশা। ১৯৯৪ সালে মারা যান আশা ভোঁসলের দ্বিতীয় স্বামী আরডি বর্মন।

যে কারণে ৬ ঘণ্টা শৌচালয়ে যেতে পারেননি আলিয়া!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মেট গালার মঞ্চ থেকে প্যারিস ফ্যাশন উইক, সব জায়গায় এখন নজর কাড়ছেন বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। এমন আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জ্বালাও যেন কম নয়। বিভিন্ন সাজ-পোশাকে বাইরে থেকে আকর্ষণীয় লাগলেও এ নিয়ে যেন বিড়ম্বনার শেষ নেই এসব পোশাকধারীদের।

চলতি বছর মেট গালায় এক ২৩ ফুট লম্বা শাড়ি পরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাক লাগিয়েছিলেন আলিয়া ভাট। কিন্তু তার জন্যে নাকি ছয় ঘণ্টা শৌচকর্ম করতে পারেননি আলিয়া!

সেই শাড়িটি এমনভাবে আলিয়াকে পীড়া দিতে পারে, সেটা বুঝেশুনেই নিজেকে সাজিয়েছিলেন অভিনেত্রী। প্যাস্টেল সবুজ রঙের নেটের শাড়িটি ছিল সম্পূর্ণ হাতে বোনা। পুরো শাড়িতে সাদা আর গোলাপি ফুলের কারুকার্য।

সিল্ক ফ্লস, পুঁতির টাসেল, গ্লাস বিড দিয়ে তৈরি। শাড়ির লম্বা আঁচল লুটিয়ে আছে গালিচা জুড়ে। আঁচলেও চোখ ধাঁধানো এমব্রয়ডারি, প্রায় ২৩ ফুট লম্বা। আলিয়ার এই শাড়িটি তৈরি করতে সময় লেগেছিল প্রায় ১৯৫৬ ঘণ্টা।

প্রতি বছর মে মাসের প্রথম সোমবার নিউ ইয়র্কের 'মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্ট'-এ বসে 'মেট গালা'র আসর। উপস্থিত থাকেন হলিউড এবং বলিউডের প্রথম সারির অভিনেতারা। তাদের রূপের আলোয় ঝলমলে হয়ে ওঠে এই সমারোহ। সেখানেই ২৩ ফুট লম্বা বিশেষ ওই শাড়িটি পরে নিজেকে ধরা দিয়েছিলেন আলিয়া।

আর সেখানেই আলিয়াকে পড়তে হয় মহা বিরম্বনায়। প্রকৃতির ডাকে নাকি সাড়া দিতে পারেননি তিনি! সম্প্রতি সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরে 'কপিল শর্মা'র শো-এ এসে আলিয়া বলেন, 'বললে হয়ত বিশ্বাস করবেন না এই শাড়িটা পরে প্রায় ছয় ঘণ্টা শৌচালয়ে যেতে পারিনি। চেপে রাখতে হয়েছিল।'

মেট গালার জন্য আলিয়া ভাটের গর্জিয়াস ট্র্যাডিশনাল লুক ছিল নিঃসন্দেহে আউট অফ দ্য বক্স। অভিনেত্রী এসব ছবি ভাগ করে নিয়েছিলেন সামাজিক মাধ্যমে। তার একটি লুকের ঝলক মিলেছিল তখনই। আর তারপর যখন আলিয়া নিউ ইয়র্কের তারকাখচিত সেই রেড কার্পেটে পৌঁছান, তখন তার থেকে চোখ সরাতে পারেনি কেউই।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জীর হাতে তৈরি করা হয়েছিল ২৩ ফুট লম্বা এই বিশেষ শাড়ি।

ঐশ্বরিয়ার ওজন নিয়ে কটাক্ষ; কী বললেন অভিনেত্রী?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন। সৌন্দর্যের জন্য সারা বিশ্বে তাকে নিয়ে চর্চা হয়েছে। কিন্তু সেই সৌন্দর্যের প্রসঙ্গেই এক সময় তির্যক মন্তব্যের শিকার হত হয়েছে এই তারকাকে। এক সাক্ষাৎকারে কটাক্ষকারীদের বিষয়ে সোজা সাপটা জবাব দিয়েছিলেন তিনি।

সন্তানধারণের পরে ওজন

বৃদ্ধি পেয়েছিল ঐশ্বরিয়ার। ২০১১ সালে ঐশ্বরিয়ার কোলে আসে আরাধ্যা। ২০১৫-র এক সাক্ষাৎকারে 'বডিশেমিং' নিয়ে কথা বলেছিলেন অভিনেত্রী। এই ধরনের কটাক্ষ তার উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি বলেই জানিয়েছিলেন ঐশ্বরিয়া। সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি বিরক্ত হইনি। সাধারণত বাস্তবে যা ঘটে থাকে, আমি আমার কন্যার সঙ্গে সেইভাবেই সময় কাটাচ্ছিলাম কিন্তু মানুষ নাটকীয়তা পছন্দ করে। সাধারণ বিষয় হয়ত পছন্দ হয়নি।'

সন্তানধারণের পরে সাধারণত ওজন বৃদ্ধি হয়েই থাকে। অভিনেত্রীরা চান, সন্তান জন্মের পরই দ্রুত ওজন ঝরিয়ে ফেলে কাজে ফিরতে কিন্তু এই দৌড়ে ছিলেন না ঐশ্বরিয়া। এই বিষয়টিই উদ্বুদ্ধ করেছিল অন্য মহিলাদেরও। মাতৃত্ব পর্বে সাধারণ জীবনযাপনের জন্য তারা ঐশ্বরিয়াকে কুর্নিশ জানিয়েছিলেন।

অভিনেত্রী সাক্ষাৎকারে জানান, বহু মহিলা ঐশ্বরিয়াকে সেই সময়ে বলেছিলেন, 'আপনি আমাদের অনেকটা আত্মবিশ্বাস ও সাহস জুগিয়েছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

বুসান চলচ্চিত্র উৎসবে যাচ্ছে মেহজাবীনের 'সাবা'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। অভিনয় দক্ষতায় দর্শক হৃদয়ে বেশ জায়গা করে নিয়েছেন। গেল ফেব্রুয়ারিতে তার জন্মদিন উপলক্ষে ভক্তদের উপহার হিসেবে 'সাবা' সিনেমার পোস্টার উন্মোচন করা হয়। এর মাধ্যমেই শুরু হয় সিনেমার প্রচারণা। পোস্টারে অন্যরকম এক মেহজাবীনকে দেখে দর্শক। ইতোমধ্যেই সিনেমাটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম চলচিচত্র উৎসবগুলোর একটি টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। সেখানে প্রশংসাও কুড়িয়েছে বেশ। এবার 'সাবা'

অফিসিয়ালি সিলেকশন হয়েছে বুসান চলচ্চিত্রে উৎসবের জন্য।

সিনেমাটির জায়গা হয়েছে উৎসবের 'এ উইন্ডো অন এশিয়ান সিনেমা' ক্যাটাগরিতে। খুশির খবরটি ভক্তদের নিজেই জানিয়েছেন মেহজাবীন । এই ক্যাটাগরিতে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড, নেপাল, সিঙ্গাপুর, ইরানসহ বিশ্বের আরও বেশকিছু দেশের মোট ২৮ সিনেমা রয়েছে। যাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে সাবাকে।

উল্লেখ্য, সাবা ছবিটির দৈর্ঘ্য ৯০ মিনিটের। অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীর প্রথম চলচ্চিত্র 'সাবা'। এতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। এটি নির্মাতা মাকসুদ হোসেনের প্রথম সিনেমা।

দাম্পত্য জীবনের ইতি টানছেন ঊর্মিলা মাতন্ডকার!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিয়ে ভাঙছে বলিউড অভিনেত্রী ঊর্মিলা মাতন্ডকারের। ৮ বছরের দাম্পত্যে নাকি ইতি টানতে চলেছেন নব্বই দশকের এই জনপ্রিয় নায়িকা। ১০ বছরের ছোট স্বামী মহসিন আখতার মীরের কাছ থেকে বিচ্ছেদ চেয়ে মামলা করেছেন অভিনেত্রী। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের।

বিচ্ছেদের কারণ এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্রের মতে, 'অনেক ভেবেচিন্তেই বিয়ে ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিনেত্রী। আদালতে ডিভোর্সের আবেদনও করছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে মিউচুয়াল ডিভোর্স হচ্ছে। সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।'

২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঘরোয়া অনুষ্ঠান করে বিয়ে করেছিলেন অভিনেত্রী। স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে বিয়ে হয়েছিল তাদের। শুধু অন্য ধর্মে বিয়ে করার জন্য নয়; বয়সের পার্থক্যের কারণেও কম কটাক্ষ শুনতে হয়নি ঊর্মিলাকে।

তবে এত দিন ধরে সবাই জেনেছিলেন তাদের সুখী দাম্পত্য। তাদের কোনও কলহের কথা প্রকাশ্যে আসেনি। তাই ডিভোর্সের প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে আসার পর ভক্তরা হতবাক হয়েছেন।

কাশ্মীরের ব্যবসায়ী মহসিন সরাসরি অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত না হলেও তিনি মডেলিং করেছেন। তাদের প্রথম দেখা ২০১৪ সালে ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রার ভাইয়ের মেয়ের বিয়েতে। তার দুই বছর পর বিয়ে করেছিলেন তারা। মনীশ পরোক্ষভাবে এই জুটির যোগাযোগের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেন।

ফুটবলকে বিদায় জানালেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফুটবল থেকে অবসর নিলেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী ও রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে একাধিকবার চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী রাফায়েল ভারান। গত জুলাইয়ে ম্যান ইউ ছেড়ে ইতালিয়ান সিরি আ'র দল কোমোয় যোগ দেন ৩১ বছর বয়সী এই সেন্টারব্যাক। এর কয়েক সপ্তাহ পর গেল ১১ আগস্ট সাম্পদোরিয়ার বিপক্ষে হাঁটুতে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ভারান। আগস্টের শেষদিকে তাকে স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়া হয়। এবার ফুটবলকেই বিদায় জানালেন ২০১৮ বিশ্বকাপজয়ী এই সেন্টারব্যাক।

২০১৮ বিশ্বকাপে ফরাসিদের হয়ে নিয়মিত খেলেছেন ভারান। ইউনাইটেডের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষে ফ্রি এজেন্টে এফসি কোমোয় যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ম্যান ইউ'র হয়ে তিন মৌসুমে ৯৫ ম্যাচে ২ গোল করেছেন ভারান। এফএ কাপ ও লিগ কাপ-ও জিতেছেন। এরপর কোমোর সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করেছিলেন। পাশাপাশি ক্লাবটির সঙ্গে আরো এক বছর চুক্তি বাড়ানোর সুযোগ ছিল তার।

রিয়াল মাদ্রিদে ১০ মৌসুমে ৩৬০ ম্যাচে তিনবার লা লিগা ও চারবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন। এ ছাড়া একাধিকবার উয়েফা সুপার কাপ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ-ও জিতেছেন। সব মিলিয়ে রিয়ালে ১৮টি শিরোপা জিতেছেন ভারান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে অবসর ঘোষণায় ভারান লেখেন, 'সব ভালোরই শেষ আছে।' ক্যারিয়ার নিয়ে 'কোনো অনুশোচনা নেই' বলেও তিনি জানান। ভারান সেখানে আরও লেখেন, ক্যারিয়ারের সব অর্জন ও স্মৃতি তাকে 'বিপুল গর্ব ও পূর্ণতার অনুভূতি এনে দিয়েছে।'

অবসরের ঘোষণায় তিনি লেখেন, 'তারা বলে থাকে, প্রত্যেক ভালো বিষয়েরই শেষ আছে। আমার পুরো ফুটবল ক্যারিয়ারে অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়েছি, একের পর এক উপলক্ষ্য এসেছে, সবকিছুই এক সময় অসম্ভবও মনে হয়েছিল। যেখানে অবিশ্বাস্য আবেগ, স্মরণীয় মুহূর্ত এবং আজীবন রয়ে যাবে এমন স্মৃতি তৈরি হয়েছে। যেসব ঘটনা মনে করে নিজের অবসর ঘোষণার মুহূর্তে গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে। আমি হাজার বার পড়েছি এবং তা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছি। এখন সেই সময় যখন বুটজোড়া ঝুলিয়ে রাখতে হবে, ওয়েম্বলিতে খেলা আমার শেষ ম্যাচের পর।'

ফরাসি ক্লাব লেঁসের বয়সভিত্তিক দল থেকে উঠে আসা ভারান ২০১০-১১ মৌসুমে ক্লাবটির সিনিয়র দলে খেলেন। এরপর ২০১১ সালে রিয়ালে যোগ দেন। ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জয়ের পাশাপাশি ২০২১ নেশনস লিগও জিতেছেন ভারান। জাতীয় দলের হয়ে ৯৩ ম্যাচে ৫ গোল করেছেন।

ম্যাককালাম চাইলে ফিরতে প্রস্তুত স্টোকস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর আর এই সংস্করণে দেখা যায়নি বেন স্টোকসকে। সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তারও আগে, ২০২২ বিশ্বকাপে। কার্যত এই দুই সংস্করণ থেকেই অবসর নেওয়া এই অলরাউন্ডার এবার পাল্টালেন ভোল। কোচ ব্রান্ডন ম্যাককালাম চাইলে আবারও ইংল্যান্ডের রঙিন পোশাকে ফিরতে প্রস্তুত বলে জানালেন দলটির টেস্ট অধিনায়ক।

২০২২ সালে ইংল্যান্ডের কোচ হয়ে আসার পর অধিনায়ক স্টোকসের সঙ্গে দারুণ জুটি গড়ে টেস্ট ক্রিকেটের সংজ্ঞাটাই যেন পাল্টে দিয়েছেন ম্যাককালাম। টেস্ট ক্রিকেট এখন মজেছে 'বাজবল'-এ। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলেরও দায়িত্ব পেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের এই সাবেক তারকা ব্যাটার। এই দায়িত্ব তিনি শুরু করবেন আগামী জানুয়ারিতে ভারত সফর দিয়ে। এরপর পাকিস্তানে যাবেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নিতে।

সবকিছু মাথায় রেখে এখন থেকেই দল গোছানো শুরু করেছে ইংল্যান্ড। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের নির্বাচক সাবেক অলরাউন্ডার লুক রাইট বলেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তারা সবচেয়ে শক্তিশালী দলটিকেই পেতে চান এবং সীমিত ওভারের দলের বাইরে থাকা বেন স্টোকস ও জো রুটকে তারা তখন জোর দিয়েই বিবেচনা করবেন।

রাইটের কথার সঙ্গে সুর মিলিয়েই যেন মঙ্গলবার স্কাই স্পোর্টসে আলাপচারিতায় দলে ফেরার দাবি জানিয়ে রাখলেন সময়ের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার স্টোকস।

"যদি কোনো ফোনকল পাই এবং বাজ (ম্যাককালাম) বলেন যে, 'তুমি কি আবার ফিরতে ও খেলতে চাও?', তাহলে অবশ্যই, অবশ্যই বলব 'হ্যাঁ।' তবে যদি ডাক না পাই, তাহলেও হতাশ হব না। কারণ আমাকে ফিরতে না বলা মানে, দলের অন্যরা খুব ভালো করছে। আমি তখন বসে বসে উপভোগ করতে পারব যে অন্যরা মাঠে নেমে সব গুঁড়িয়ে দেবে।"

২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে স্টোকসের ছিল উল্লেখযোগ্য অবদান। দুটিরই ফাইনালে তিনি ছিলেন দলের সর্বোচ্চ রান স্কোরার। চোট আর শারীরিক ধকলের কথা বলে ২০২২ সালে ওয়ানডে থেকে অবসর নিলেও ফেরেন গত বছরের বিশ্বকাপের ঠিক আগে। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে দল বিদায় নিলেও শেষ দুই ম্যাচে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন স্টোকস (৮৪ বলে ১০৮ ও ৭৬ বলে ৮৪)।

এরপর আর তাকে ইংল্যান্ডের রঙিন পোশাকে পাওয়া যায়নি। সব মিলিয়ে সীমিত ওভারে নিজের পারফরম্যান্সে তৃপ্ত স্টোকস। সাদা বলের ক্রিকেটে ফেরা নিয়ে কোনো ইঙ্গিত এখনও তিনি ম্যাককালামের কাছ থেকে পাননি বলেও নিশ্চিত করলেন ৩৩ বছর বয়সী ক্রিকেটার।

"ইংল্যান্ডের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে অনেক খেলেছি। তা নিয়ে আমি খুবই খুশি ও এই সংস্করণে যা কিছু অর্জন করেছি, তাতে সন্তুষ্ট। সত্যি বলতে, এটা নিয়ে (সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ফেরা) এখনও পর্যন্ত কোনো আলোচনা আমাদের হয়নি। আমার মনে হয়, তিনি আমাকে মনোযোগী হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন যেখানে আমার মনোযোগী হওয়া উচিত, টেস্ট দলকে ঘিরে।"

টেস্ট ক্রিকেটে স্টোকস-ম্যাককালাম জুটির সাফল্য দেখেছে বিশ্ব। এবার ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতেও সেটা দেখানোর সুযোগ আছে বলে মনে করেন স্টোকস।

"টেস্ট দলে বাজ (ম্যাককালাম) যা বয়ে এনেছে, সাদা বলের দলের জন্যও এখন দারুণ সুযোগ সেই অভিজ্ঞতার স্বাদ নেওয়ার। অবিশ্বাস্য এক কোচ তিনি, যিনি কথা বলেন সর্বোচ্চ নিবেদন নিয়ে এবং এটা দারুণ যে, তিন সংস্করণের দলই এখন খেলার ধরনে একই বার্তা পাবে ও একই দর্শনের অনুসারী হবে।"

চোটের কারণে বর্তমানে মাঠের বাইরে আছেন স্টোকস। তবে আগামী মাসের শুরুতে পাকিস্তান সফরে তাকে পাওয়া যাবে বলে নিশ্চিত করেন স্টোকস।

ছিটকে গেলেন এমবাপে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নগর প্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকোর বিপক্ষে লা লিগায় মাদ্রিদ ডার্বির আগে বড় ধাক্কা খেল রিয়াল মাদ্রিদ। চোটে আক্রান্ত হয়েছেন দলটির তারকা স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপে।

ফরাসি এই তারকার উরুর চোটের বিষয়টি বুধবার এক বিবৃতিতে জানানো জয়। তবে তার ফিরতে কত সময় লাগবে তা জানানো হয়নি। স্প্যানিশ বিভিন্ন গণমাধ্যমের দাবী এমবাপেকে আগামী অন্তত তিন সপ্তাহ বিশ্রামে থাকতে হবে।

আলাভেসের বিপক্ষে সোমবার ৩-২ গোলে জয় পাওয়া ম্যাচে অস্বস্তি বোধ করায় ম্যাচের ৮০তম মিনিটে তুলে নেওয়া হয় এমবাপেকে।

আলাভেসের বিপক্ষে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে এদিন দারুন এক গোল করেন এমবাপে। মৌসুমে লিগে সাত ম্যাচে তার গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচে। ঐ ম্যাচের পর এমবাপের পরিস্থিতি নিয়ে আনচেলত্তিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, 'সে ভাল আছে। তবে কিছুটা পরিশ্রান্ত। এ কারণে তার অনুরোধেই মাঠ থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।'

এক বছর আগে আলেতিকোর কাছে হারের পর এ পর্যন্ত টানা ৩৯ ম্যাচে লা লিগায় লস ব্ল্যাঙ্কোসরা অপরাজিত রয়েছে।

ইনজুরির কারণে আগামী সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিলি সফরে থাকছেন না এমবাপে। ফ্রান্সের হয়ে অক্টোবরে নেশন্স লিগে ইসরায়েল ও বেলজিয়ামের বিপক্ষেও তার খেলা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। গত গ্রীষ্মে পিএসজি থেকে রিয়ালে যোগ দেবার পর এ পর্যন্ত সব ধরনের প্রতিযোগিতায় ৯ ম্যাচে সাত গোল করেছেন এমবাপে।

নায়ক থেকে খলনায়ক এরিকসেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিগ মৌসুমের শুরুটা ভালো না হওয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবার হোঁচট খেল ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার শুরুতেও। উয়েফা ইউরোপা লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের ফুটবল ক্লাব টোয়েন্টির কাছে পয়েন্ট হারিয়েছে ওল্ড ট্রাফোর্ডের দলটি।

ওল্ড ট্রাফোর্ডেই বুধবার রাতে দুই দলের ম্যাচটি ১-১ ড্র হয়।

প্রথমার্ধে ডি বক্সের মধ্যে থেকে জোরালো শটে ইউনাইটেডকে এগিয়ে নিয়ে নায়ক বনে যাওয়া ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন দ্বিতীয়ার্ধে দেখা দেন ভিলেনের ভূমিকায়। ডি বক্সের ঠিক বাইরে তার কাছ থেকে বল কেড়ে ভিতরে ঢুকেই সমতাসূচক গোলটি করেন স্যাম লামার্স। এরপর চেষ্টা করেও দুই দলের কেউই জালের দেখা পাননি।

৫৭ শতাংশ বলের দখল রেখে ১৯ টি শটের ৫টি লক্ষ্যে রাখতে পারে আর্না স্লটের ইউনাইটেড। বিপরীতে ৭ শটের ৩টি লক্ষ্যে রাখতে পারে স্লটের ছোটবেলার ক্লাব টোয়েন্টি। দুই দলের গোলরক্ষকই দারুণ কিছু সেভ না দিলে গোলের দেখা মিলত আরও।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ৫ রাউন্ড শেষে ইউনাইটেডের জয় ও হার দুটি করে, আছে পয়েন্ট তালিকার ১১ নম্বরে।

গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়ার আগে জয় পেয়েছিল কেবল একটি। এবারও শুরুতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া দলটির সামনে অপেক্ষা করছে আরও বড় চ্যালেঞ্জ। ইউরোপা লিগে নিজেদের পরের ম্যাচে আগামী অক্টোবর রেড ডেভিলদের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী পোর্তো।

এবারের নতুন ফরম্যাটে ইউনাইটেডের সামনে অবশ্য ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ আছে। ৩৬ দলের মধ্যে শীর্ষ আট দল সরাসরি যাবে পরের রাউন্ডে। পরের ১৬টি দল খেলবে প্লে অফ।

এক নজরে এদিনের আরও যত ম্যাচ

লুদোগরেতস ০-২ স্লাভিয়া প্রাহা

গালাতাসারাই ৩-১ পিএওকে

নিস ১-১ রিয়াল সোসিয়েদাদ

মিডজিল্যান্ড ১-১ হফেনহাইম

দিনামো কিয়েভ ০-৩ লাৎসিও

কানপুর টেস্ট:

চতুর্থ দিন শেষে ২৬ রানে পিছিয়ে টাইগাররা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৃষ্টির কারণে প্রথম দিনে দেড় সেশনের বেশি খেলা যায়নি। এরপর একই কারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন কানপুর টেস্টে কোনো বলই মাঠে গড়ায়নি। চতুর্থ দিনে খেলা শুরু হলে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ২৩৩ অলআউট হয়। পরে ব্যাটিং করতে নেমে টি-টোয়েন্টি স্টাইলে খেলে ভারত। ফল বের করে আনতে মরিয়া ভারত। নিজেদের প্রথম ইনিংসে দ্রুত রান তুলেছে ইনিংস ঘোষণা করেছে তারা। ৩৪.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ২৮৫ রান তুলেছে ভারত।

বাংলাদেশ এরপর নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১১ ওভার ব্যাট করে ২ উইকেটে ২৬ রান তোলার পর চতুর্থ দিনের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। নিজেদের দুই ইনিংস মিলিয়ে ভারতের প্রথম ইনিংস থেকে এখনো ২৬ রানে পিছিয়ে বাংলাদেশ। ক্রিজে অপরাজিত সাদমান ইসলাম (৭) ও মুমিনুল (০)। টেস্টের পঞ্চম দিনে তিন সেশনের ওপর নির্ভর করছে ম্যাচের ভাগ্য। ভারতের এখনো নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করা বাকি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

বাংলাদেশ প্রথম ইনিংস: ২৩৩।

ভারত প্রথম ইনিংস: ২৮৫/৯ ডিক্লেয়ার।

বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংস: ১১ ওভারে ২৬/২ (জাকির ১০, সাদমান ৭*, হাসান ৪, মুমিনুল ০*; অশ্বিন ২/১৪, আকাশ ০/৪, বুমরা ০/৩)।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR